Election 2010: এখনই সময়!

আমার শেষ লেখা, Decision 2010: ফার্স্ট প্রেফারেন্স; লেবার না গ্রীন! প্রকাশিত হবার পর থেকেই অকল্পনীয় সাড়া পেয়েছি। অসংখ্য পাঠক বলেছে (ইমেইল ও ফোনে), তাদের চিন্তা ভাবনা'ও প্রায় একই রকম। লেবার পার্টি'র প্রতি আর প্রশ্নাতীত আনুগত্য নয়। লেবার পার্টি'র নীতি আর কার্যক্রম'ই নির্ধারন করবে আমাদের ভবিষ্যত প্রেফারেন্স। এবার অনেকেই, প্রথম বারের মত, পার্লামেন্ট'এ গ্রীন'কে ফার্স্ট প্রেফারেন্স হিসাবে ভোট দিবেন বলে মনস্থির করেছেন। আর প্রায় সবাই সিনেটে, 'গ্রীন'কে ভোট দিবেন এরকম ভাবছেন।

একটা বিষয় এরই মধ্য দিয়ে পরিস্কার হলো যে, আমরা প্রায়ই বিচ্ছিন্ন ভাবে একই রকম চিন্তা করি কিন্তু এখন থেকেই আমাদের ভাবতে হবে কি ভাবে সম্মিলিতভাবে ভোট সুইং এর মাধমে আমরা 'মেইন স্ট্রীম পলিটিক্সে' আমাদের চিন্তা ও মতামতের সর্বাধিক প্রভাব ফেলতে পারি! ওয়েষ্টার্ন সিডনী'র ২০০ সুইংগিং ভোটারের গুরুত্ব দেখে (http://www.sbs.com.au/vote2010/news/1325112/Abbott,-Gillard-face-swinging-voters), আমাদের আর বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, সিডনী''র একেকটি সীটে আমাদের ২০০০-৩০০০ সুইংগিং ভোটারের গুরুত্ব কতখানি হতে পারে! আমার কাছে মূলত যে ছয়টি প্রশ্ন এসেছে তা নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। তার আগে অন্য একটি বিষয়, উল্লেখ না করলেই নয়।

আমি যখন এই লেখাটা শুরু করেছিলাম, তখন মিডিয়া কি ভাবে একটি মাইনরিটি সম্প্রদায়'কে টার্গেট করে, বা আন-ইনফরমড জনগোষ্ঠী'কে মিসগাইড করে, তার সাম্প্রতিক উদাহরন চোখে পরেছিল। গত ৫ আগষ্ট ninemsn এর ওয়েবসাইট'এ একটি অনলাইন পোল দেখলাম (Ninemsn poll on 05/08/2010), বিষয় বস্তু ছিল, "৯/১১ সাইটের কাছে মসজিদ হওয়া কি ঠিক বলে মনে করেন"? কি রকম মিসগাইডিং পোল!

এটা কোন পোল এর বা তর্কের বিষয়'ই হতে পারে না। ৯/১১ এর ঘটনার সাথে অভিযুক্ত সবাই মুসলিম ছিল বলে প্রচারিত, তাই বলে এই ঘটনার সাথে ইসলাম ধর্ম বা মসজিদ এর সাথে জড়িত থাকার বা পোলের মাধ্যমে তা 'ইম্পলাই' কারার চেষ্টা সম্পূর্ন উদ্দেশ্যপ্রানিত। 'ফুয়েলিং রেসিজম' এন্ড হেইট্রেট'এর, এরচেয়ে জঘন্য উদাহরন আর কি হতে পারে!!!

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী'রা সবাই ক্রিশ্চিয়ান ছিল, তাই বলে পুরান ঢাকা'র বাহাদুর শাহ পার্কের (যেখানে ১৮৫৭ সালে অনেক বিদ্রোহী সিপাহী'কে প্রকাশ্যে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল) কাছে চার্চ বা মিশনারী স্কুল (সেন্ট গ্রেগরী) প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমাদের দেশে কোন দিন কোন রকম বিতর্ক হয় নাই। কারন আমাদের দেশের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সব মানুষই বুঝে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী'রা সবাই ক্রিশ্চিয়ান হলেও, খৃষ্টান ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ, দুইটা সম্পূর্ন পৃথক দুই জিনিস।

একটা কথা মেইন মিডীয়া বা মেইন্সট্রীম'কে জানানো বা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, ৯/১১ তে প্রায় ৩৫ জন মুসলিম'ও প্রান হারিয়েছিল, যা এমেরিকার পপুলেশন পারসেন্ট ওয়াইজ সবচেয়ে বেশী ডেথ' পার রিলিজিয়ন।! **এই ধরনের অসংখ্য অনলাইন পোল প্রতিনিয়ত, মেইন্সট্রীম'কে বিভ্রান্ত করে চলেছে।**

ভোট ছাড়াও আপনি অনলাইন পোল'এ ভূমিকা রাখতে পারেনঃ একটু আগেই আমি ninemsn এর ওয়েবসাইট'এর একটি অনলাইন পোল (Ninemsn poll on 05/08/2010), এর কথা উল্লেখ করেছি। পোল এর মধ্যদিয়ে সাধারন মানুষের চিন্তার প্রতিফলন ঘটা'র কথা। কিন্তু যখন এই ধরনের পোল, 'মিসগাইডিং পোল' এ রূপ নেয় বা মিসগাইডিং পোল'এর মাধ্যমে সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়, তখন আপনি আমি সবাই, খুব অল্প সময় ব্যয় করে, পোল'এ ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহন

করে, গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারি। কারন এখানকার পলিটিকাল পার্টি'র নেতারা এইসব পোল থেকে হাওয়া বুঝে বক্তব্য রাখেন।

আমার গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এই ধরনের অনলাইন পোল' এর ব্যাপারে সবচেয়ে গূরূত্বপূর্ন ব্যাপার হচ্ছে, ব্যাপারটা জানা অর্থাৎ সবাইকে জানানো যে, এই বিষয়ের উপর এই মুহূর্তে একটি অনলাইন পোল' হচ্ছে। সাধারনত (ইলেকশান'এর সময় ছাড়া), একটি অনলাইন পোল'এ ৫০০০ থেকে ১০,০০০ জন 'ক্লিক' করে থাকেন। কিন্তু উপরের উল্লেখিত পোল'এ অবিশ্বাস্য সংখ্যক ভোটার অংশগ্রহন করেছিল, প্রায় ৯০,০০০!!! আর ব্যাপারটা হয়েছিল, মসজিদ বা মুসলিম বিরোধী গ্রুপ গুলির চেইন ইমেইল' এবং মাল্টিপল ভোটিং (একাধিক কম্পিউটার এর মাধ্যমে) এর কারনে।

আমার মতে, তাই ভবিষ্যতে এই ধরনের ফুয়েলিং 'রেসিজম' এন্ড হেইট্রেট'এর মত অনলাইন পোল' যখন কারো নজরে পড়বে, তখন আমাদের সবারই নৈতিক দ্বায়িত্ব হবে, নিজে ভোট দেওয়া এবং পোল এর লিংক কপি করে পরিচিতদের কাছে ইমেইল করা (চেইন ইমেইল)। এই ভাবে আমরা **'ম্যাক্সিমাম পসিবল পার্টিসিপাশনের মাধ্যমে' আমাদের মতামত'কে এফেক্টিভভাবে ম্যাগ্নিফাই** করতে পারব। একই সাথে, এই ধরনের অন্যায় ইস্যুর ব্যাপারে লোকাল এম পি'কে ইমেইল করে, অন্যায়ের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করতে আহ্বান করা যেতে পারে। লোকাল এম পি'কে ইমেইল করা যে খুবই ফলপ্রসূ, তা বহুবার প্রমানিত হয়েছে।

জন হাওয়ার্ড এর রিজেকশন এবং সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'এর অনলাইন পোলঃ কয়েকমাস আগে জন হাওয়ার্ড আই সি সি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে আমি প্রচন্ড কষ্ট পাই, কারন দুই বছর পরে জন হাওয়ার্ড আই সি সি'র প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে (এই বিরক্তিকর লোকটাকে আবার দেখতে হবে, ভাবতেই অসহ্য লাগছিল)। ইরাক যুদ্ধের অন্যতম সহযোগী জন হাওয়ার্ড আই সি সি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়া, জর্জ বুশের ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি'র চেয়ারম্যান হওয়ার মতই অকল্পনীয়। তাই আমি আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে আই সি সি'র কাছে এর বিরূদ্ধে বেশ কিছু ইমেইল পাঠাই এবং cricinfoতে কমেন্ট করি। কিন্তু তেমন কোন কাজ হয় নাই।

কয়েক সপ্তাহ আগে আই সি সি'র মিটিং'এ ৭টি দেশ, জন হাওয়ার্ড'এর এই নিয়োগ প্রত্যাক্ষান করে (থ্যাংক গড; ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!!)। বরাবরের মত ক্ষমতালোভী জন হাওয়ার্ড তার পরও গোঁ ধরে থাকে এবং পরদিন সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'এ, ম্যালকম স্পীড এবং জন হাওয়ার্ড'এর আরো কয়েক জন 'মাইট', জন হাওয়ার্ড পক্ষে সাফাই গান। একই দিনে সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'এর অনলাইন পোল হয়, বিষয় ছিলঃ আই সি সি'র ডিসিশন ঠিক কি না? তখন আমরা বেশ কয়েকজন বন্ধু, চেইন ইমেইল করে অস্ট্রেলিয়া সহ সারা পৃথিবীতে বন্ধুদের '**পোল এর লিংক**' পাঠাই এবং ইয়েস ভোট দিতে বলি। আরো বলি সম্ভব হলে তাদের বন্ধুদের আমাদের ইমেইলটা ফরোয়ার্ড করে দিতে! এভাবে আমারা কয়েকশ ইয়েস ভোট সংগ্রহ করি (মোট ভোট পড়েছিল ১০,০০০ এর কম)। পোল অনূযায়ী ৫৫% ভোটার আই সি সি'র ডিসিশন 'ঠিক' এর পক্ষে ভোট দেয়।

পরদিন এ বি সি রেডিও তে বলা হয় যে, এমনকি সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'এর অনলাইন পোল অনুযায়ী বেশীর ভাগ পাঠক ভোটার মনে করে যে জন হাওয়ার্ড'এর এই নিয়োগ প্রত্যাক্ষান ঠিক ডিসিশন ছিল। এর পর থেকেই অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়া জন হাওয়ার্ড'এর ব্যাপারে বেশ চুপ মেরে যায়! কয়েকদিন আগে জন হাওয়ার্ড তার নাম উইথড্র করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা প্রমান করে, সচেতন হলে, সম্মিলিতভাবে অনলাইন পোল এর মাধ্যমে'ও আপনি আমি সবাই মিলে প্রায়ই পজেটিভ ভূমিকা রাখতে পারি।

যাই হোক মূল প্রসংগে ফিরে আসি। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, লেবার পার্টি'র মত **মেজর পার্টি'র, মেজরিটি'র মতামতের দিকে খেয়াল রাখতে হয়**, ফেয়ার এনাফ। আমরা কখনো আশা'ও করিনা যে,

প্রত্যেক'টা ইস্যুতে লেবার আমাদের কথা মত চলবে! যেমন 'বোট পিপল' ইস্যু হচ্ছে এরকম একটা পপুলার সেনসেটিভ ইস্যু। ইলেকশন উইনিং ইস্যু। এই ইস্যুতে লেবার এর সীমাবদ্ধতা আমরাও বুঝি।

এই সব পপুলার কিন্তু অন্যায় ইস্যু নিয়ে তা হলে কে কথা বলবে? কাউকে না কাউকে তো এই সব অপপ্রচারের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, সাহসের সাথে এগিয়ে আসতে হবে। সিনেটে 'প্রপোশনাল রিপ্রেজেনটেশন" ও ওয়েল ইনফরমড' (কমার্শিয়াল মিডিয়া'র দ্বারা বিভ্রান্ত নয়) সমর্থক এর কারনে, **একমাত্র গ্রীন'ই সব সময়** এই সব অন্যায় ইস্যু (ইরাক আগ্রাসন, এনভায়রনমেন্ট বা ফেয়ার ট্রায়াল) নিয়ে সাহসের সাথে **প্রথম থেকে প্রতিবাদ করে এসেছে। মাইনরিটি'র পাশে থেকেছে।**

বাংলাদেশী কম্যুনিটি একার পক্ষে কি লেবার পার্টি'র নীতি'র পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব! বর্তমান অবস্থায় বা অদূর ভবিষ্যতে, আমাদের বাংলাদেশী কম্যুনিটি একার পক্ষে লেবার পার্টি'র সব নীতি'র পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হলেও, কিছু কিছু নীতি'র ব্যাপারে লেবার পার্টি'র উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্য, উপমহাদেশ, চাইনীজ, ইন্দো-মালায়েশীয়ান' কম্যুনিটি'র অনেক লেবার সাপোর্টার বন্ধুর সাথেই আমার প্রায়ই কথা হয়; লেবার'এর পররাষ্ট্র নীতি, কেভিন রাড'কে অপসারন, জেনুইন ষ্টুডেন্ট'দের ইমিগ্রেশান, এনভায়রনমেন্ট, ডাঃ হানিফ'এর 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর মত ইস্যুতে। প্রায় সবার মতেই, এই সব ইস্যুতে লিবারেল এর সাথে লেবার'এর পার্থক্য খুবই সামান্য!

প্রায় সবার মতেই, লেবার এর কথায় ও কাজে মনে হয়, লেবার পার্টি' আমাদের এইসব কম্যুনিটি'র মতামত'কে জানার প্রয়োজ়ন মনে করে না! লেবার পার্টি' আমাদের কাছে সেনসেটিভ, এইসব ইস্যুতে আমাদের (মাইনরিটিদের) মতামত কে অগ্রাহ্য করে, লিবারেল'এর সাথে সাথে, তাল মিলিয়ে 'মি টু' বলার নীতি নিয়েছে! তারাও এই সব ইস্যুতে আমাদের মত লেবারের উপর অসন্তুষ্ট। তাই 'প্রোটেষ্ট ভোট' হিসাবে অনেকেই এবার গ্রীন'কে ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দিচ্ছেন।

অথচ আমরা দেখতে পাই, গত ইলেকশনে শুধুমাত্র এশিয়ান ভোটারদের কারনে 'বেনেলং' এর মত সেইফ সীট'এ 'জন হাওয়ার্ড' এর মত ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, ম্যাক্সিন'এর কাছে পরাজিত হয়েছিল! এখন লেবার পার্টি'কে বুঝানোর সময় এসেছে, আরো বেশ কিছু সেইফ লেবার সীট, আর সেইফ থাকবে না, যদি লেবার আমাদের (মাইনরিটিদের) মতামত কে অগ্রাহ্য করে চলে। এখনই সময় লেবার'কে এই মেসেজ'টা দেওয়ার যে **আমাদের ভোট আর গ্রারেন্টেড না আর আমরা একা নই।**

গ্রীণ পার্টি'তো ক্ষমতায় যেতে পারবে না? এই মুহূর্তে সেটাইতো সবচেয়ে ভাল খবর, কারন এই জন্যই গ্রীন, অনেক আনপপুলার ইস্যুতে ('বোট পিপল', ডাঃ হানিফ, কার্বন ট্যাক্স), আন-কম্প্রোমাইজিং হতে পারে। গ্রীন পার্টি'র মূল সমর্থক'রা (ভোট ব্যাংক) শুধু মাত্র শিক্ষিত নয়, ওয়েল ইনফরমড'ও বটে। তাই তারা কমার্শিয়াল মিডিয়া'র দ্বারা বিভ্রান্ত নয়। তাই গ্রীন যখন 'ফেয়ার বাট আনপপুলার' ইস্যুতে শক্ত অবস্থান গ্রহন করে তখন তাদের ভোট না কমে আরো বৃদ্ধি পায়। তাই এস বি এস এর 'ইনসাইট' এর এক্সপার্টদের মতে, সিনেট এ সীট বৃদ্ধির সাথে সাথে, এবার গ্রীন এর প্রাইমারী ভোট অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাদের ব্যাতিক্রমধর্মী সততার জন্য অনেকেই এবার গ্রীন পার্টি'কে প্রাইমারী ভোট দিবেন। ক্ষমতায় না গিয়েও 'ব্যালেন্স অফ পাওয়ার' কন্ট্রোল' এর মধ্য দিয়ে, ভবিষ্যতে গ্রীন পার্টি আরও বেশী এফেক্টিভ ভূমিকা রাখতে পারবে।

গ্রীন এর ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী! অনেকেই গ্রীন এর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রশ্ন তূলেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, গ্রীন'তো গে ম্যারেজ লিগ্যালাইজড করতে চায়! আমরা কি ভাবে এটা সমর্থন করি? অনান্য কাপলদের মত, অস্ট্রেলিয়া'য় গে কাপল'দের অলরেডী ফাইনান্সিয়াল লিগ্যাল রাইটস আছে (লাইক ডি ফাক্টো), গ্রীন চাচ্ছে গে ম্যারেজ'কে লিগ্যাল করতে । অস্ট্রেলিয়া'য় গে ম্যারেজ ছাড়াও মদ, জুয়া, চাইল্ড সেক্স এডুকেশান, আপত্তিকর টিভি প্রোগ্রাম, কমার্শিয়াল এড এর মতো আরো হাজারটা আইটেম আছে যা আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে গ্রহনযোগ্য নয়।

আমাদের ভূললে চলবে না যে, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা অস্ট্রেলিয়ার একটি মেইন স্ট্রীম পলিটিক্যাল পার্টি'র কিছু কিছু নীতি' বদলের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে চাচ্ছি। আমারা অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক রীতি নীতি বদলাতে চাচ্ছি না। এখানে জুলিয়া গিলার্ড, পেনী ওয়াং বা বব ব্রাউনের ধর্মীয় বিশ্বাস বা ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে অযথা তর্ক করলে, আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাব। আমরা মেইন ষ্ট্রীম পলিটিক্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, গুরুত্ব হারিয়ে ফেলব, সিডনীর আরব সমাজের মত! এই দেশে আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, 'ঠগ বাছতে গেলে, গা উজাড় হয়ে যাবে'!

কঠিন ধর্মীয় বিশ্বাস থাকার পরেও যে, একজন রাষ্ট্রনায়ক আমাদের জন্য কত খারাপ হতে পারেন, তা জন হাওয়ার্ড বা জর্জ বুশ এর মত যুদ্ধবাজ নেতাদের দেখেই আমরা শিখেছি। তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি, ডাঃ হানিফ, মামদু হাবিব ও ডেভিড হিক্স এর মত মুসলিম'দের 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর মত ইস্যূতে, শুধুমাত্র গ্রীন লীডার বব ব্রাউন'ই কথা বলেছেন!

গ্রীন'কে ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিলে, **লিবারেল তো মাঝখান দিয়ে ক্ষমতায় চলে আসবে না?** প্রেফারেন্স'এর কারনে অস্ট্রেলিয়া'য় এই ভয় নাই কারণ আপনি একই সাথে লেবার'কে সেকেন্ড প্রেফারেন্স দিচ্ছেন। ফলে প্রাইমারী ভোট কমে যাওয়ার ফলে,লেবার প্রথমে দ্বিতীয় হলেও, ফাইনাল প্রেফারেন্স ডিস্ট্রিবীউশনের পর টোটাল ভোটের কারনে প্রথম হয়ে যাবে।

একটা উদাহরন দিলে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাবে। ২০০৪ সালের ফেডারেল নির্বাচনে প্যারাম্যাটা সীটে, লিবারেল, লেবার ও গ্রীন এর প্রাইমারি ভোট ছিল, যথাক্রমে ৩৩,০৭৩, ৩১,১৬৬ ও ৩৯৭৩। ফাইনাল প্রেফারেন্স ডিস্ট্রিবিউশন'এর পর, লেবার ৩৮০৮৩ ভোট পেয়ে জয়ী হয়, লিবারেল পায় ৩৬,৯২৬ ভোট।

অনেকে **গ্রীন এর ইকনমিক ম্যানেজমেন্ট'** নিয়ে প্রশ্ন করেন। আমার মতে এই নিয়ে এখন দূঃশ্চিন্তার কোন দরকার নাই, কারন গ্রীন'এর একক ভাবে ক্ষমতায় আসতে এখনও অনেক দেরী আছে।

ডাঃ হানিফ, মামদু হাবিব ও ডেভিড হিক্স এর 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর ব্যাপারে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, এই **তিনজন শুধু মুসলিম বলেই কি** আমরা তাদের 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর ব্যাপারে সমর্থন করবো? উত্তর হচ্ছে, না। শুধু মুসলিম বলে (কাকতলীয় ভাবে তিনজনের লাস্ট নেইম'ই আবার □ দিয়ে), এই কারনে আমরা সমর্থন করছি না। আমরা 'মাইনরিটি' তিনজনের ফেয়ার ট্রায়াল'এর অধিকারের ব্যাপারে সমর্থন করছি, সম্পূর্ন নীতিগত কারনে।

যদিও আইনের চোখে সবাই 'ইনোসেন্ট আনলেস প্রুভেন গিলটি" হওয়ার কথা, কিন্তু ভিলিফিকেশন বা রেসিজম'এর কারনে এই তিনজনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে ছিল, 'গিলটি আনলেস প্রুভেন ইনোসেন্ট'। ব্যাপারটা একটু ব্যাখা করা দরকার। **ভিলিফিকেশন বা রেসিজম'এর টার্গেট**, সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়। এখন যেমন মুসলিম সম্প্রদায় মিডিয়া' ও রেসিস্ট'দের মেইন টার্গেট, আগে ছিল এশিয়ান (চাইনীজ) সম্প্রদায়, (মনে পড়ে, পওলিন হ্যান্সন'এর কথা !) তারও আগে ছিল ভিয়েতনামি বোট পিপল ইস্যূ!

মাইনরিটি'র জন্য একমাত্র ভরসা সিনেট, আর সিনেটে গ্রীণ এর শক্তিশালী অবস্থানঃ অস্ট্রেলিয়া'র নির্বাচনের সবচেয়ে পজেটিভ দিক হচ্ছে, সিনেটে 'প্রপোশনাল রিপ্রেজেনটেশন"। যার ফলে, মাইনর পার্টি হয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। যখন লেবার পার্টি, মিডীয়া ও পাবলিক ব্যাকল্যাশ'এর কারনে (কিছুটা বাস্তব অবস্থা, অনেকটা সাহসের অভাব) চুপ করে থাকে বা লিবারেল'এর সাথে গলা মিলায়, তখন সিনেট'এ গ্রীন'এর 'ব্যালেন্স অফ পাওয়ার' কন্ট্রোল'ই মাইনরিটি'র একমাত্র ভরসা। সিনেট'এ গ্রীন এর পিভোটাল অবস্থান (আসন বৃদ্ধির ফলে) ও পার্লামেন্ট'এ প্রাইমারী ভোট বৃদ্ধি (এবং একই সাথে লেবার'এর প্রাইমারী ভোট হ্রাস), ভবিষ্যতে

লেবারকে বাধ্য করবে সাহসী ভূমিকা নিতে। যেমন বর্তমানে বৃটেনে লিবারেল ডেমক্রাট পার্টি বাধ্য করেছে বৃটেনের কনজারভেটিভ পার্টি'কে তাদের বিভিন্ন নীতি বদলাতে।

ব্যালেন্স অফ পাওয়ার; বৃটেন'এর উদাহরনঃ বৃটেনের সাম্প্রতিক নির্বাচনে লিবারেল ডেমক্রাট'দের উত্থান এর উদাহরন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় 'আই ওপেনার'। ছোট দল, বড় দলের নীতি'র উপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তা কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা দেখেছি। টনি ব্লেয়ারের লেবার পার্টি'র, যুদ্ধবাজ ও কট্টর প্রো-ইসরাইলী নীতির কারনে (অন্যতম কারন) অনেক ভোটার লিবারেল ডেমোক্রাট'দের দিকে ঝুকে পড়েন । ফলে লেবার পার্টি নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ফলশ্রুতিতে, লিবারেল ডেমক্রাট'দের সমর্থনে ডেভিড ক্যামরুন এর নেতৃত্বে 'কনজারভেটিভ পার্টি' সরকার গঠন করেন।

সম্প্রতি টার্কি সফরকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামরুন 'গাজা'কে প্রিজন ক্যাম্প এর সাথে তূলনা করেছেন! এক সময়কার কট্টর প্রো ইসরাইলী বলে পরিচিত ডেভিড ক্যামরুন এর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী বা অবস্থান, তার দলের নীতি'র উপর লিবারেল ডেমক্রাট'দের প্রভাবের'ই ফল। লিবারেল ডেমক্রাট'দের উত্থান এর ফলে, একই সাথে বৃটিশ লেবার পার্টি' তার হারানো ভোটারদের ফিরে পাওয়ার জন্য ভবিষ্যতে ভোটারদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে।

ঠিকএকই ভাবে,আগামী নির্বাচনে, গ্রীন এর সিনেট'এ পিভোটাল অবস্থান ('ব্যালেন্স অফ পাওয়ার' কন্ট্রোল') ও প্রাইমারী ভোট বৃদ্ধি (এবং একই সাথে লেবার'এর প্রাইমারী ভোট হ্রাস) ভবিষ্যতে লেবারকে বাধ্য করবে তাদের মাইনরিটি ভোট ব্যাংক এর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে।

শেষ কথাঃ আসুন, আমাদের মানসিক জড়তা ঝেড়ে ফেলি। আগামী নির্বাচনে আমরা আমাদের মতামতের সম্মিলিত প্রতিফলন ঘটাই। সিনেটে গ্রীন এবং পার্লামেন্ট'এ গ্রীন'কে ফার্স্ট প্রেফারেন্স হিসাবে ভোট দেই (লেবার'কে সেকেন্ড প্রেফারেন্স)। এখনই সময়, লেবার'এর কট্টর প্রো-ইসরাইলী পররাষ্ট্র নীতি, কেভিন রাড'কে ঘৃন্যভাবে অপসারন, জেনুইন ষ্টুডেন্ট'দের ইমিগ্রেশান, এনভায়রনমেন্ট, 'ডাঃ হানিফ, হাবিব ও হিক্স'এর ফেয়ার ট্রায়াল'এর মত ইস্যূতে, লেবার পার্টি'র বিতর্কীত ভূমিকা'য় আমাদের কম্যূনিটি'র অসন্তোষ'এর কথা ভোটের মাধ্যমে জানানোর। আরো জ়ানাই, **আমাদের আনূগত্য আর প্রশ্নাতীত নয়। আসূন, খুউব দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই** (বৃটেনের মত)**, লেবার পার্টি'কে বাধ্য করি, এইসব ইস্যূতে তাদের নীতি'র পরিবর্তন ঘটাতে। This time for THE GREENS!**

Source:
http://news.ninemsn.com.au/world/7940369/us-group-sues-to-stop-ground-zero-mosque
http://news.sbs.com.au/insight/episode/index/id/277#transcript
http://www.aec.gov.au/profiles/
http://www.informationclearinghouse.info/
http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Senate

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ১৪ আগষ্ট, ২০১০, সিডনী,
Victory1971@gmail.com